# পার্টি শাখা ও শাখা সম্পাদকদের কাজের ধারা সম্পর্কে

(সময়োপযোগী সংস্করণ)

সরোজ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

কলকাতা
আগস্ট, ২০১৯

প্রকাশক :
সুখেন্দু পানিগ্রাহী
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন
৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
জয়ন্ত শীল
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

**দাম : ৫ টাকা**

# ভূমিকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করে। বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক লাইন নির্দিষ্ট হয়। সঠিক রাজনৈতিক লাইন স্থির হলেই তা আপনা-আপনি কার্যকরীভাবে রূপায়িত করা যায় না যদি না রাজনৈতিক সংগঠন তা কার্যকরী করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিকভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি, জেলা ও মধ্যবর্তী কমিটিসমূহকে রাজনৈতিক লাইনকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগ নিতে হয়।

আমাদের এক মুহূর্তের জন্য ভুল যাওয়া উচিত নয় যে জনগণের সঙ্গে দৈনন্দিন সংযোগ রক্ষা করার সুযোগ সব থেকে বেশি ব্রাঞ্চ বা শাখার রয়েছে। জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা বা রক্ষা করার কাজ নির্ভর করে ব্রাঞ্চের ওপর। তাই, ব্রাঞ্চ সম্পাদক ও সদস্যদের সমসাময়িক রাজনীতির সাধারণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত থাকা একান্ত জরুরী কাজ। এই জরুরী কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অবশ্যই বর্তমান সময়ে উদ্ভূত আরএসএস-বিজেপি এবং রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত থাকতেই হবে। ব্রাঞ্চ সম্পাদকদের রাজনৈতিক মান মতাদর্শগত দিক থেকে উন্নত হলে সমগ্র ব্রাঞ্চের অন্যান্য সদস্যের মানকেও উন্নত করার কাজে সাহায্য করতে পারবে। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক প্লেনামে স্লোগান দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক সংগঠনকে 'বিপ্লবী গণ লাইন' মান্য করে এলাকায় কাজ করলে অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন অংশের নতুন নতুন মানুষের

সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্রাঞ্চ সম্পাদক ও সদস্যরা উদাহরণ সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

ব্রাঞ্চ সম্পাদক ও সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায় 'পার্টি শিক্ষা ও শাখা সম্পাদকদের কাজের ধারা' শীর্ষক যে পুস্তিকা লিখেছিলেন তা সময়োপযোগী করে প্রকাশ করা হলো। অতীতে ২০০২ সালে একবার রাজ্য কমিটি থেকে এবং আরেকবার ২০০৬ সালে হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সরোজদার গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার কিছু বিষয় পরিবর্তন করে সময়োপযোগী করে প্রকাশ করেছিলাম। এবার কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক প্লেনামের দিকনির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করে মূল বিষয়সমূহ হুবহু রেখে পুনরায় রাজ্য কমিটি থেকে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। ব্রাঞ্চ সম্পাদক ও সদস্যদের কাজের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে এবং কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে ওঠার কাজে এই পুস্তিকা অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রাজ্য কমিটিসহ জেলা ও মধ্যবর্তী কমিটিকে পার্টি সদস্যদের সক্রিয়করণের কর্মসূচীকে সফলভাবে রূপায়িত করতে বিভিন্ন স্তরের পার্টির কাজে তদারকি ও সময় সময় পর্যালোচনার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তিকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে প্রাথমিক ইউনিট অর্থাৎ শাখার কাজের উন্নতি ঘটবে এবং সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী গণ লাইন কার্যকরী করতে সদস্যদের এই পুস্তিকাটি সহায়ক হবে।

১৭ জানুয়ারি, ২০১৭
কলকাতা

## বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে কর্তব্য পালন করতে হবে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভারতের শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী অগ্রবাহিনী। এই বিপ্লবী অগ্রবাহিনীকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন ও নীতিসমূহকে মান্য করে কার্যকলাপ পরিচালনা করতে হয়। কারণ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই শ্রমজীবী মানুষকে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান করতে এবং তাদের পূর্ণ মুক্তি ঘটাতে পারে। স্বাভাবিকভাবে শোষণের শাসনব্যবস্থার অবসানের সংগ্রাম জটিল, কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। নানা অবস্থায় নানা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি ও একই শ্রেণির বিভিন্ন বর্গ বিভিন্ন অবস্থান অবলম্বন করতে বাধ্য। তাই বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রক্ষমতার অপসারণ ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একটি শক্তিশালী বিরাট মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

সুসংহত, সুশৃঙ্খল, কেন্দ্রীভূত, মার্কসবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত এবং বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম কমিউনিস্ট পার্টি গঠনই বিপ্লব সমাধানের একমাত্র পাথেয়। স্বভাবত সমগ্র পার্টিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই, ১৯৭৮ সালে সালকিয়া প্লেনামে আমাদের পার্টিকে গণ-বিপ্লবী পার্টিতে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু কার্যত: পার্টি সদস্যদের ক্রমশ নেমে আসা মানের ফলে গণবিপ্লবী পার্টি গঠন করা যায়নি। যা হয়েছে তা অনেকটা গণপার্টির মতো, বিপ্লবী উপাদানের তেমন কিছু ছাড়াই পার্টি পরিচালিত হয়েছে। তাই, ২০১৫ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কলকাতা প্লেনামের আহ্বানে 'দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণাত্মক ভূমিকার প্রেক্ষাপটে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমস্ত স্তরে পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলার কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ

করেছে। গুরুত্ব আরোপ করেছে পার্টিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ দিক থেকে উন্নত করার। পার্টিকে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে যাতে শ্রেণি আন্দোলন ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা, তার উন্মেষ ঘটানো এবং তা এগিয়ে নিয়ে যেতে সংগঠন একটি হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে পার্টি দেশের বর্তমান শক্তিসমূহের ভারসাম্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির অনুকূলে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। পার্টির গণভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং পার্টির প্রভাব ও গণআন্দোলনের শক্তিকে প্রসারিত করতে ব্যর্থতার বিষয়টি কাটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় প্লেনামে সিদ্ধান্ত হয়েছে পার্টি সদস্যদের গুণগত মানকে বিবেচনায় না রেখে পার্টি সদস্যপদ বাড়ছে মানেই পার্টির প্রসার ঘটছে তা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। অন্যতম মুখ্য কর্তব্য হলো পার্টি সদস্যদের রাজনৈতিক –সাংগঠনিক মান বৃদ্ধি। পার্টি সদস্যপদের গুণগত মানের উন্নতি ঘটাতে অবিলম্বে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ প্রয়োজন। পার্টি সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি ও প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়ার মূলগত পরিবর্তন দরকার। পার্টি সদস্যপদের মুখ্য মাপকাঠি হবে শ্রেণি ও গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ। এই প্রক্রিয়াকে সুসাধ্য করতে অবশ্যই রাজ্য ও জেলা কমিটির উদ্যোগী ভূমিকা থাকবে কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে যারা প্রাথমিকভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তির কাজে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন। অর্থাৎ জেলা ও শাখার মধ্যবর্তী কমিটি ও শাখা সংগঠন।

আবার কেন্দ্রীয় প্লেনাম আহ্বান জানিয়েছে পার্টিকে 'ম্যাস লাইন' অর্থাৎ 'গণলাইন' কার্যকরীভাবে রূপায়িত করতে হবে। এ ব্যাপারেও রাজ্য ও জেলা কমিটির জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু গণলাইন কার্যকরী করতে শাখা তার পরিধির মধ্যে শ্রমিক, কৃষক-খেতমজুরসহ গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী অংশ ও জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে জীবন্ত যোগসূত্র, পার্টির এটিই মূল ইউনিট মনে রেখে জনগণের আশু ও স্থানীয় বিষয়কে তুলে ধরে সক্রিয় হওয়া, রাজনৈতিক প্রচার সংগঠিত করা এবং আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার ওপর। গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক কাজে অংশ নেওয়া জঙ্গী কর্মীদের তালিকাভুক্ত করে প্রতিটি শাখাকে তাদের সহায়ক গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে। শাখাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হলে শাখা সম্পাদকের যোগ্যতা ও দক্ষতার

ওপর নির্ভর করেই এ-কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। তাই, সাধারণ সদস্য থেকে একজন যোগ্য সদস্যকে শাখা সম্পাদক করতে হবে বা এমন একজনকে সম্পাদক করতে হবে যাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব। কারণ, পার্টিতে শাখা সম্পাদকের পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেলা ও শাখার মধ্যবর্তী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব শাখার সম্পাদক ও সাধারণ সদস্যদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়িয়ে শাখাকে সক্রিয় প্রাথমিক ইউনিট হিসাবে গড়ে তোলা। সর্বস্তরের পার্টি কমিটিকে গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক-মতাদর্শগত কাজ পরিচালনা করতে গেলে অবশ্যই পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শাখার কাজকে চাঙ্গা করা অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

বিগত ২০তম পার্টি কংগ্রেসকে আমাদের পার্টির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পার্টি শাখার কাজকে উন্নত করতে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল তা উল্লেখ করা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ''১) পার্টি শাখার বছরে অন্তত ১২টি সভা করতে হবে। ২) পার্টি সদস্যপদের পুনর্নবীকরণের সময়ে উচ্চতর কমিটি শাখার কাজের বার্ষিক পর্যালোচনা করবে। জেলা কমিটি সময়ে সময়ে শাখা সম্পাদকদের নিয়ে সভা করবে, তারা যাতে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সক্ষমতা অর্জন করে সেই লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করবে।'' কেন্দ্রীয়ভাবে বেশ কিছু শিক্ষা শিবির আয়োজন করা হলেও আমাদের রাজ্যের প্রায় সব জেলায় এ-কাজ সম্পন্ন করতে অবহেলা করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে বর্তমান উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্যের সমগ্র পার্টিকে বর্তমান সময়ের উপযোগী রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে ওঠা এবং পার্টি সদস্যদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক মান উন্নয়নের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই। পার্টি সদস্যদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক মান উন্নয়নের দায়িত্ব রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি ও মধ্যবর্তী স্তরের কমিটিকে গুরুত্ব সহকারে পালন করার জন্য নিয়মিত পার্টি শিক্ষার পরিকল্পিত নির্দিষ্ট কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা করাও হয়ে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ-কাজ খুবই কম হয়ে থাকে যা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে আত্মশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার ওপরও গুরুত্ব দিতে

হবে। আবার, আত্মশিক্ষা বৃদ্ধি করার কাজে প্রতিটি সদস্যকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। কারণ, আত্মশিক্ষার বিকল্প নেই। আবার মাঝে মাঝে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের উপর জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কাজ ভালোভাবে করলেও পার্টি অনুগামী জনগণকে এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি করার কাজ সফল হবে না, যদি না পার্টির প্রাথমিক ইউনিট অর্থাৎ শাখার কাজ এবং শাখা সম্পাদকদের বর্তমান সময়ের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব না হয়। তাই শাখা সম্পাদকের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে।

## রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দায়িত্ব

বর্তমান সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তার সংগঠনকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কমরেড স্তালিন বলেছিলেন –

১। পার্টির রাজনৈতিক পলিসির (লাইন ও স্লোগান) প্রয়োজন অনুসারে সংগঠনের কাজ স্থির করতে হবে।

২। সাংগঠনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমান পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

৩। পার্টির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও স্লোগানগুলি কাজে পরিণত করার গ্যারান্টি দিতে পারে এমন যোগ্যতা ও দক্ষতা সাংগঠনিক নেতৃত্ব অর্জন করছে কিনা তা দেখতে হবে।

পরিস্থিতির শ্রেণি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পার্টির রাজনৈতিক স্লোগান স্থির করা হয়। সেই রাজনৈতিক স্লোগানের ভিত্তিতেই সাংগঠনিক স্লোগান বেরিয়ে আসে। এই রাজনৈতিক লাইন, অর্থাৎ প্রস্তাব ও স্লোগানগুলিকে জনসাধারণের মধ্যে কাজে পরিণত করার জন্য দরকার সাংগঠনিক নেতৃত্ব। তাই বলা হয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব একই গতিতে বেড়ে চলতে হবে। দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়ে অর্জিত সাংগঠনিক নেতৃত্ব জনসাধারণের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেকদিন সংগঠনের স্লোগানগুলি কাজে পরিণত করার ভিতর

দিয়ে সাংগঠনিক নেতৃত্ব এমন যোগ্যতা অর্জন করবে যা পার্টির রাজনীতি সফল করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে।

কমরেড ডিমিট্রভ বলেছেন – রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করতে না পারলে পার্টির সংগঠনের লড়াই করার প্রস্তুতি আসতে পারে না। আবার সংগঠনের ক্ষেত্রে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত করার ভিতর দিয়ে সাংগঠনিক নেতৃত্ব দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। রাজনীতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তবে নির্দিষ্ট অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সংগ্রাম পরিচালনার উপযোগী পার্টি সংগঠন ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে। সংগ্রামের প্রস্তুতি কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে মূল্যবান মূলধন, যা আমাদের পার্টিতে এবং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণিতেই একমাত্র সম্ভব।

সেই কারণেই রাজনৈতিক জ্ঞান ও সাংগঠনিকবোধ একই সঙ্গে সমান তালে বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া কোন অবস্থাতেই কোন সময়ে আমাদের পার্টি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে পারে না।

এই চিরায়ত রাজনৈতিক সাংগঠনিক বক্তব্যকে মান্য করেই আমাদের রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতি বিচার বিবেচনায় রেখে রাজনৈতিক সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের পার্টি নেতৃত্ব ও কর্মীদের যত্নবান হতে হবে।

রাজ্যে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে ১৯৭৭-২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর আমাদের পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার অবস্থান করেছে এবং অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশে সাংগঠনিক কাজ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালে ঐ সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তৃণমূল সরকার কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের ওপর লাগাতার আক্রমণ সংঘটিত করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কাজে যুক্ত রয়েছে। ফলে, বহু এলাকায় পার্টির স্বাভাবিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করার বাস্তব অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক সদস্য নিজের বসবাসের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকার রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হয়েছেন এবং ছেড়ে আসা এলাকায় একটু ভিন্ন কৌশলে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রচেষ্টা চলছে। স্বাভাবিকভাবে সেই সব এলাকায় একটু ভিন্ন ধারায় আমাদের দৈনন্দিন কমিউনিস্ট কার্যকলাপ পরিচালনা করার বিধি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া

ভিন্ন কোনো পথ খোলা নেই। এই বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে রেখেই আমাদের ব্রাঞ্চ ও মধ্যবর্তী কমিটিগুলিত কাজের নতুন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। ব্রাঞ্চ ও জেলার মধ্যবর্তী কমিটির কাজের মধ্য দিয়ে আমরা এলাকার মানুষের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি কিন্তু বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে কাজ অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য উভয়বিধ কাজের ধারায় সম্পন্ন করার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

## ব্রাঞ্চ ও সেক্রেটারির প্রথম কাজ

পার্টির ব্রাঞ্চ (শাখা) ও তার সেক্রেটারির (সম্পাদক) সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে পার্টির কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অনুধাবন করা। বারে বারে কর্মসূচিটি পড়তে হবে। যিনি লেখাপড়া জানেন না তাঁকে বারে বারে পড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। একাজ শিক্ষিত কমরেডদের উদ্যোগ নিয়ে করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক বৈপ্লবিক পার্টি, শ্রমিকশ্রেণির সর্বোচ্চ সংগঠন। পার্টির প্রোগ্রাম (কর্মসূচি) শুধু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাকে কাজে রূপ দেওয়াই আসল কথা। পার্টির দৈনন্দিন কাজ ও সাধারণ প্রচার এবং আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হয় এবং পার্টি প্রসারিত হওয়ার ভিত্তি গড়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে জনগণের মধ্যে রয়েছে পার্টির যে সংগঠন, তা হলো ব্রাঞ্চ। পার্টির প্রাথমিক শাখাই জনগণের ভিতরে রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি, মধ্যবর্তী কমিটি ও পার্টি ব্রাঞ্চ – এই সবগুলি মিলেই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টিকে তাই বলা হয় একটা প্রণালীবদ্ধ সংগঠন পদ্ধতি। উচ্চতর কমিটি দায়িত্ব পালন করলেই ব্রাঞ্চ তার দায়িত্ব পালন করতে পারে। উচ্চতর কমিটির ও তার সভ্যদের কাজের বিচার হবে তিনি বা তাঁরা যেসব ব্রাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেইসব ব্রাঞ্চের কাজ কতখানি সংগঠিত হলো বা উন্নত হলো তার মাপকাঠিতে।

ব্রাঞ্চই জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সেই ব্রাঞ্চকে লালন-পালন করে রাজনৈতিক-সাংগঠনিকভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে উচ্চতর কমিটিগুলি। যান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখলে শুধু ব্রাঞ্চকেই প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলা হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী-মার্কসবাদী দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হবে – ব্রাঞ্চের কাজ, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারির দায়িত্ব এবং উচ্চতর কমিটিগুলির দায়িত্ব একত্রে একটা

সামগ্রিক দায়িত্ব। উচ্চতর কমিটি গুণগতভাবে উন্নত হলে তাদের অন্তর্ভুক্ত ব্রাঞ্চগুলিও গুণগতভাবে উন্নত হতে বাধ্য। ব্রাঞ্চের উন্নয়নের সমস্যা, ব্রাঞ্চের কাজের অসুবিধার কারণ প্রভৃতি সম্পর্কে উচ্চতর কমিটি বা তার সদস্যরা যদি ওয়াকিবহাল না হয়, অথবা সে সম্পর্কে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করেন, তাহলে তাঁরা তাঁদের কাজ ঠিকমত করলেন না এবং তারই ফলে ব্রাঞ্চের বা ব্রাঞ্চ সম্পাদকের উন্নতি ঘটলো না। সমগ্র বিষয়টিকে এই সামগ্রিক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। একমাত্র তাহলেই আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা যথার্থ অর্থে শুরু করতে পারবো। মনে রাখতে হবে ব্রাঞ্চ ও ব্রাঞ্চ সেক্রেটারির এই প্রথম কাজটা সমাধা করার দায়িত্ব উচ্চতর কমিটির সদস্যদের অবশ্যই নিতে হবে।

অতীতে তিন দশকের বেশি সময় ধরে অনুকূল পরিবেশে পার্টির কার্যকলাপ পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিকূল পরিবেশে কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন কাজ করার অভিজ্ঞতা সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি নেতা ও কর্মীদলের নেই। আবার রাজ্যে গণতন্ত্রের ওপর ক্রমাগত ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ চালিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস নামে দলটি। ফলে অতীত দিনে ব্রাঞ্চগুলি ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও পার্টির দৈনন্দিন যে কাজ করতো তা এখন অনেক ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হতে পারছে না। এ-ব্যাপারে ব্রাঞ্চের উপরের মধ্যবর্তী কমিটি, জেলা কমিটি ও রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে যেভাবে তদারকি করা উচিত ছিল তা না করায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাঞ্চগুলি জনগণের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্ক রক্ষা করার কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

## ব্রাঞ্চের গুরুত্ব

পার্টি বাড়ার অর্থই হলো ব্রাঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া। সাধারণভাবে এখন রাজ্যের বহু জেলায় নয় থেকে পনেরোজন সদস্য নিয়েই এক-একটি ব্রাঞ্চ। কমসংখ্যক সদস্য নিয়ে ব্রাঞ্চ গঠন করলে সুনির্দিষ্ট কাজের পরিকল্পনা করা যায় এবং নিয়মিত চেক-আপ করা সম্ভব হয়। বড় বড় ব্রাঞ্চ একাজে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই কথা ভেবেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ছোট ছোট সেলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি বদলেছে বলে তা না-মানার কোনো কারণ নেই। কারণ বিপ্লব করতে হলে বিপ্লবের

উপযোগী সংগঠনের কাঠামো তৈরি করতে হয়। কিন্তু প্রতিটি ব্রাঞ্চের একজন সম্পাদক, একজন লিট ইনচার্জ ও একজন ফান্ড ইনচার্জ নির্বাচিত করার কথা পার্টি গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ব্রাঞ্চ এলাকায় পার্টির দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করা সদস্যদের দেয় পার্টি লেভি ও গণঅর্থ সংগ্রহ করতে এবং পার্টি পত্রিকা, পুস্তিকা এলাকার সাধারন মানুষজন, শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের সামনে প্রচার করার জন্য ন্যূনতম ৩জন সদস্য আবশ্যক।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সংকট ও দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের সময়ে আমাদের দেশে উগ্র ধর্মীয় ফ্যাসিস্টসুলভ আর এস এস-এর নির্দেশে কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সর্বক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে বিভেদ-বিরোধ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি করে চলেছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অখণ্ডতা, স্বাধীন বৈদেশিক নীতি বিসর্জন এবং জনগণের জীবন-জীবিকার ওপরে আগ্রাসী নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ক্রমাগত আক্রমণ চলছে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে, গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সংগ্রামী জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য ক্রমাগত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাদের পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে এখনও অব্যাহত রেখেছে। তৃণমূল নেতৃত্ব নানা ধর্মীয় কর্মসূচিতে যুক্ত থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে দুর্বল করছে।

এই পরিস্থিতিতে পার্টি গণভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রাত্যহিক কর্মসূচি রূপায়িত করার জন্য প্রতি স্তরের পার্টি কর্মীদের কাজের ধারার পরিবর্তন করতে হবে। নিষ্ক্রিয়তা মুক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা সমস্ত পার্টি শাখাকে যত্নবান হতে হবে। প্রতিটি শাখার সদস্যকে তার নিজের এলাকায় কোনো না কোনো গণসংগঠনের সদস্য হতে হবে এবং ব্রাঞ্চ এলাকায় গণতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য পার্টি ও গণসংগঠনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

রাজ্য প্লেনামে সিদ্ধান্ত করেছে বর্তমান সময়ে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের অভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে : ১) পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিস্টসুলভ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ২) সংঘ পরিবার ও মোদী সরকারের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং সমস্ত রকমের মৌলবাদী কার্যকলাপের

বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা, ৩) নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে জীবন জীবিকা রক্ষা।

রাজ্যস্তরের যেকোনো রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্দোলন-সংগ্রামের গতিবেগ বৃদ্ধি করা নির্ভর করে সমগ্র পার্টির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও কর্মতৎপরতার ওপর। রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটির উদ্যোগী ভূমিকার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে জেলা কমিটি ও তার নিচের মধ্যবর্তী কমিটির এবং অসংখ্য শাখার সাধারণ সদস্যদের ধারাবাহিক শ্রমিক-কৃষক ও সমাজের অন্যান্য অংশের বিভিন্ন পেশায় যুক্ত জনগণের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রক্ষা ও তাদের আস্থাভাজন হওয়ার কর্মসূচির ওপর। তাই, মতাদর্শে উন্নত, দৃঢ়গণভিত্তিসম্পন্ন ও শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে এই সংগ্রামকে সংহত, সমন্বিত ও ব্যাপকতর ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব ও আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে পালন করতে হবে।

জনগণের প্রত্যেক অংশের কাছে পার্টিকে যেতে হবে, পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করতে হবে এবং শত্রুদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে সত্য কথা তুলে ধরতে হবে। জনগণের বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য কোনো কাজকে ছোট কাজ হিসাবে বিচার না করে এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধানে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ থাকলে গ্রামে গ্রামে, শহরের পাড়ায় পাড়ায় পার্টি তৈরি করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। নিষ্ক্রিয় পার্টিকে সক্রিয় করতে হবে এবং নতুন নতুন কর্মীকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উল্লেখ্য এই জনগণের সঙ্গে জীবন্ত, প্রত্যক্ষ, দৈনন্দিন সংযোগ রক্ষা করে ব্রাঞ্চ। এই সংযোগের পূর্ণ দায়িত্ব শুধু ব্রাঞ্চের বললেই কাজ শেষ হবে না। দৈনন্দিন জনসংযোগের পূর্ণ ব্যবস্থার সাংগঠনিক পদ্ধতি ও রাজনৈতিক স্লোগান স্থির করতে সাহায্য করবে অবশ্যই উচ্চতর কমিটিগুলি।

ব্রাঞ্চের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি থাকলে যে কোনো মধ্যবর্তী কমিটি থেকে জেলা কমিটিগুলি বুঝতে পারবে তাদের কোন্ বিষয়টির উপর বেশি জোর দিতে হবে। পার্টির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজের গুরুত্ব উপলব্ধিতে এলে তবেই উচ্চতর কমিটি ব্রাঞ্চকে তার গুরুত্ব বোঝাতে পারবে এবং গুরুত্ব দিয়ে ব্রাঞ্চ তার কাজ করতে সক্ষম ও দক্ষ হয়ে উঠবে। সমস্ত শাখাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সক্রিয় করে তোলার দায়িত্ব উচ্চতর কমিটিকে নিতেই হবে।

## বর্তমানের দুর্বলতা

আমাদের কাজের পদ্ধতিতে বর্তমানে যে সব দুর্বলতা ধরা পড়েছে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির প্লেনামে আলোচনা করেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রতিটি ব্রাঞ্চের জানা প্রয়োজন। কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব সমাধার যন্ত্র (ইন্সট্রুমেন্ট অব রিভলিউশন)। এ পার্টি প্রতিনিয়ত সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পার্টির কাজ চালাতে হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে। পার্টির কাঠামো এবং সংগঠন পদ্ধতির মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কেন্দ্রীভূতভাবে সংগঠন ও সংগ্রাম পরিচালনার সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। সংগঠনের কাঠামো হলো – ফর্ম অনুসারে কাজ করা, শৃঙ্খলা মানা, আলোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য নিয়মিত বৈঠক ও রিপোর্ট করার পদ্ধতি চালু রাখা। এরই মাধ্যমে পার্টিতে পুরোমাত্রায় গণতন্ত্র বজায় রাখা হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীভূতভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ বৈপ্লবিক পার্টির দায়িত্ব পালন করা হয়। এই ফর্মের মধ্যেই সমগ্র বিষয়টি নিহিত আছে। গঠনতন্ত্র ভালো করে পড়লে প্রতিটি কমরেড তা অনুভূতির মধ্যে আনতে পারবেন। বৈপ্লবিক চেতনা ও রাজনৈতিক লাইনে বিশ্বাস থাকলে প্রতিটি কমরেড পার্টি সংগঠনের কাজ পরিচালনার রাজনৈতিক গুরুত্ব পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির ও রাজ্য কমিটির উভয় প্লেনাম রিপোর্টে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই পার্টির কাজ যথাযথ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সম্পন্ন হচ্ছে না। তাই, সিদ্ধান্ত হয়েছে এ-ক্ষেত্রও আমাদের কাজের ধারার পরিবর্তন করতেই হবে এবং সংগঠনের দুর্বলতা কাটিয়ে পার্টি সংগঠনকে মজবুত করতে হবে।

বর্তমান সময়ে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরাজ করুক না কেন আমাদের পার্টিকে জনগণের রাজনৈতিক নেতা হতে হবে। যে রাজনৈতিক কাজগুলি করতে হবে, তা অনুগামী জনগণকে দিয়ে করিয়ে নেওয়াকেই সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রদান বলে। কাজ করিয়ে নিতে পারলেই পার্টি জনগণের নেতা হতে পারে। প্রতিদিনকার সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখ নিয়ে আমরা কি তাঁদের সঙ্গে কথা বলি? না, কমরেডস। সমগ্র পার্টির এই গুরুতর দুর্বলতা আমাদের ধরা পড়েছে। ছোট, বড় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠান বা লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোট পাওয়া ও তাঁদের গণসংগঠনের সদস্য করা এবং

কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপ্লবী গণলাইন কার্যকরী করার মতো পার্টিতে রূপান্তরিত করা এক কথা নয়। এজন্য দৈনন্দিন লাগাতার কাজের পরিকল্পনা ও তদনুসারে প্রত্যেককে কাজ করে যেতে হবে। প্রতিদিন অন্তত দু-এক ঘণ্টা করে এই সমস্ত কর্মীকে কাজ করতে হবে। তা কি করানো যাচ্ছে? না কমরেডস।

পার্টি ফর্মের মধ্যে ফেলে দিলে কর্মী তৈরি হয়। এইভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র তৈরি হয়েছে। এই ফর্মে আমরা সব ক্ষেত্রে কাজ করছি না। আনুষ্ঠানিকভাবে ফর্ম চালু রাখা হয়েছে। যে সকল কমিটি বা ব্রাঞ্চে নিয়মিত বৈঠক হয়, সেখানেও আনুষ্ঠানিক (ফর্মালি) কাজ হয়, বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে হয় না। তাই আমরা ব্রাঞ্চগুলিকে এখনো স্থানীয় জনগণের নেতারূপে গড়ে তুলতে পারিনি।

পার্টির প্রাথমিক শাখা গঠিত হয় গ্রামে, শহরের পাড়ায়, কারখানার ডিপার্টমেন্টে, অফিস-দপ্তরে, কর্মস্থলে অথবা বাসস্থানে (কর্মস্থলে ইউনিট গঠনের উপরেই জোর দেওয়া হয়)। রাজ্যব্যাপী পার্টি শাখাগুলি ঠিকমতো কাজ করলে জনগণের উপর তাদের নেতৃত্ব অর্থাৎ পার্টির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই দুর্বলতা কাটাবার দায়িত্ব উচ্চতর কমিটিগুলির।

## দুর্বলতার কারণ

পার্টি সংগঠনের মামুলি সাধারণ ও প্রাথমিক নিয়মগুলি নবাগত কমরেডদের জানানো হয়নি। পুরাতন কমরেডদের আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়নি। গঠনতন্ত্র আবার ভালো করে অধ্যয়ন করতে হবে।

রাজনীতি, ভবিষ্যৎ পরিপ্রেক্ষিত, মার্কসবাদ নির্দেশিত ভবিষ্যৎ, সুন্দর শোষণহীন মনুষ্য সমাজ গঠনের ছবি যদি পরিষ্কারভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা না যায়, জনগণের মধ্যে যত কাজই করুন না কেন, তা হলে কেউই স্থায়ীভাবে টিকে থাকে না।

ব্রাঞ্চগুলিকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তৈরি করার জন্য উচ্চতর কমিটির কাজে ব্যর্থতাই দুর্বলতার মূল কারণ। রাজনৈতিক আলোড়ন-আন্দোলন সৃষ্টি করেই আমরা সন্তুষ্ট। এই আত্মসন্তোষই পার্টিকে সুসংহত সংগঠনে রূপান্তরিত করার পথে বাধা।

ব্রাঞ্চগুলিকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তৈরি করার কাজ উচ্চতর কমিটিকে নিতে হবে। একটা কাজ হয়ে গেলে, একটা স্লোগান কার্যকর হয়ে গেলে তার পরবর্তী কাজ ও উচ্চতর স্লোগান কি হবে, তার জন্য উপরের নির্দেশে সুসংহত সংগঠনে রূপান্তরিত করার পথে আমাদের চলতে হবে।

পার্টি ব্রাঞ্চের প্রতিটি কমরেডের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত বিশেষ নজর দেওয়া হয় না। গণশক্তি, দেশহিতৈষী, হিন্দি স্বাধীনতা, উর্দু কিসান মজদুত, মার্কসবাদী পথ, পার্টি-পুস্তিকা নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। পার্টি কমরেডদের রাজনৈতিক জ্ঞানের মানোন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি থাকলে, রাজনৈতিক চেতনা উন্নত করার দিকে এবং পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝলে উচ্চতর কমিটিগুলি এ কাজ নিশ্চয়ই করতে অগ্রসর হবেন। সেদিকে নজর দিতে হবে।

## ব্রাঞ্চ-সভা রাজনৈতিক

ব্রাঞ্চগুলির বৈঠক হবে রাজনৈতিক। শুধুমাত্র অরাজনৈতিকভাবে কয়েকটি সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলে চলবে না।

শহরে, শিল্পাঞ্চলে, গঞ্জে, বন্দরে, কারখানায় ঘন ঘন ব্রাঞ্চ-সভা ডাকতে হবে। প্রতি মাসে একটা, সভা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও মাসে অন্তত একটা সভা করতেই হবে। এটা পার্টি সংগঠনের প্রাথমিক নিয়ম। এই শৃঙ্খলাবোধ সকলেরই থাকতে হবে। ফর্ম চালু করতেই হবে।

রাজনৈতিক আলোচনা, পার্টি-চিঠি পড়া, সার্কুলার পড়া, পার্টি পত্রিকার প্রধান সংবাদগুলি ও পার্টির নির্দেশগুলি আলোচনা করা এই সব বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হবে। এসব না করে সাধারণভাবে দেখা যায় ব্রাঞ্চ বৈঠকে টাকা-পয়সার হিসাব নিয়ে অথবা কোটা পূরণ না করার জন্য পরস্পরকে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে। নেতাগোছের কমরেড গাল দিচ্ছেন, চিৎকার করছেন আর অন্য সদস্যরা চুপ করে শুনে যাচ্ছেন, অম্লানবদনে তা গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ রাজনীতির কোনো বালাই নেই। টাকা-পয়সার হিসাব, কোটা পূরণের হিসাব নির্দিষ্ট কাজের সভার বাইরে ব্রাঞ্চ সম্পাদকের সঙ্গে বসে ঠিক করে নেবেন অথবা নিজে অন্য সময়ে জব চার্ট (কাজের হিসাব) তৈরি করে ফেলবেন। এ জন্য ব্রাঞ্চের সময় নষ্ট করা হবে কেন? কখনও কখনও লিখিত রিপোর্ট সংক্ষেপে পেশ করলে তবে

রাজনীতি আলোচনার সময় পাওয়া যাবে। যাঁরা লিখতে পড়তে পারেন না তাঁদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে হবে। খেতমজুর বা অন্য কমরেড, যাঁরা এখনও লেখাপড়া জানেন না, তাঁদের কাছ থেকে শুনে নিয়ে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট একজনকে লিখে ফেলতে হবে। এইসব হিসাবের কাজ ও বিচার খুব কম সময়ের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। কে কত টাকা তুললেন, কে কোন্ কোন্ কাজ করলেন বা করতে পারেননি তা রেকর্ড করলেই তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর নিজেরই আর কি করা উচিত। রেকর্ডটা পাঠ করলেই তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর নিজেরই আর কি করা উচিত। রেকর্ডটা পাঠ করলেই সমালোচনা-আত্মসমালোচনা হয়ে গেল। সমষ্টিগতভাবে আলোচনার মধ্যে নিজের ত্রুটি বুঝতে পারা যাবে এবং সংশোধনের প্রবৃত্তি প্রবল হবে। ব্রাঞ্চে বসে হিসাবপত্র তৈরি করা চলবে না। কার কি কাজ হবে, কে কোথায় যাবে, আগামী দু'তিন দিনের প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চ সম্পাদক আগে থেকে তৈরি করে মিটিং-এ আসবেন। জব-চার্টের ও হিসাবের বিচার তাড়াতাড়ি করে ফেলে রাজনীতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে, জনগণ বিভিন্ন বিষয়ে কি বলছেন, কি কি প্রশ্ন উঠেছে – সেই সব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এই আলোচনায় ব্রাঞ্চ-র ঊর্ধ্বতন কমিটির সদস্য উপস্থিত থাকবেন।

পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনার সময় কমরেড স্তালিন বলেছিলেন –

আমরা আন্দোলন (অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রশ্নে) ও অভিযান নিয়ে ডুবে থাকি, আর পার্টির রাজনৈতিক সমস্যা ও বিষয়গুলি ভুলে যাই। এর ফলে হয় অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো। অর্থনৈতিক, আংশিক ও স্থানীয় সংগ্রাম, দাবি-দাওয়ার আন্দোলন ও অভিযানের সঙ্গে পার্টির রাজনৈতিক কাজ সম্পন্ন করা চাই। তা হলে পার্টির রাজনৈতিক কাজের সাফল্য আসবে আর ঐসব আন্দোলন ও অভিযানও সফল হবে।

ব্রাঞ্চের কাজের মধ্যে এইগুলি গুরুত্বপূর্ণ –

১। জনগণের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য বৈঠক করা। পার্টির প্রস্তাবগুলি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। মতামত উচ্চতর কমিটিতে পাঠাতে হবে।

২। গণশক্তি, দেশহিতৈষী, মার্কসবাদী পথ, নন্দন, পিপলস ডেমোক্র্যাসি,

হিন্দি ও উর্দু পার্টি পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর আলোচনা করতে হবে। এসব বিষয়ে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া জানতে হবে।

৩। পার্টি পত্রিকা, পার্টি পুস্তিকা ও মার্কসবাদী সাহিত্য বিক্রয়ের লাগাতার প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং পার্টি সদস্যদের আত্মশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৪। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

৫। রাজনৈতিক বিষয়ে উচ্চতর কমিটির সঙ্গে পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ আলোচনা করতে হবে।

৬। কি কি নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করতে হবে, ঊর্ধ্বতন কমিটির কাছে সে সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠাতে হবে।

৭। পার্টি-সভ্যদের (পূর্ণ ও প্রার্থী) এবং এ জি সভ্যদের প্রত্যেকের কাজের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতে হবে। শাখা সভায় যৌথভাবে ব্যক্তি সভ্যের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

৯। এলাকার নিরক্ষর মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার অভিযান অব্যাহত রাখা এবং স্কুল যাওয়ার উপযোগী ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়তে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

## কাজ বণ্টনের পদ্ধতি

ব্রাঞ্চ সদস্যদের এলাকার কোনো না কোনো গণসংগঠনের সদস্য হতে হবে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে পার্টি ও গণসংগঠনের বিভিন্ন কাজ কমরেডদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। নির্দিষ্ট কাজ প্রতিটি কমরেডকে সম্পন্ন করতে হবে এবং তার রিপোর্ট ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিকে জানাতে হবে। কাজের চেক-আপ না করলে কাজ বণ্টনের অর্থই হবে না।

ঠিক উপযুক্ত কমরেডকে তাঁর যোগ্যতা অনুসারে কাজ দিতে হবে। যিনি যে কাজ পারবেন না, তাঁকে সে কাজ দেওয়া চলবে না। একটা কাজ দিয়ে দেখতে হবে পরে তিনি অন্য কাজের যোগ্যতা অর্জন করেছেন কিনা। মাঝে মাঝে কাজ বদল করা কমরেডদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করার ভাল পদ্ধতি।

নতুন নতুন কমরেডকে কাজে এগিয়ে দিতে হবে। ‘‘আমরা ছাড়া আর

কেউ এটা পারে না।'' এই মনোভাব ঠিক নয়। প্রত্যেককে তৈরি করতে গেলে প্রমোশন দেওয়ার পদ্ধতি চালু করতেই হবে। মধ্যবর্তী কমিটি, জেলা কমিটি ও রাজ্য কমিটি – সব ক্ষেত্রে ক্যাডার প্রমোশন দেওয়ার নীতি ভালোভাবে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সংগঠকরা ক্যাডারদের প্রমোশন দিতে ''ভয়'' পান। জেলা কমিটির সভ্য ছাড়া এসব করা যায় না – এ মনোভাব ঠিক নয়। ব্রাঞ্চ ও তার মধ্যবর্তী কমিটি ক্যাডার পরিবর্তন, বিভিন্ন ফ্রন্টে নতুন কমরেড দেওয়া প্রভৃতি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেবেন। ভুল হলেও এর মধ্যে দিয়ে সমস্ত কর্মীর মধ্যে একটা কর্মতৎপরতা ও বলশেভিক প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে।

ক্যাডারদের লালন-পালন করার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কাজ বণ্টন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। ব্যক্তিগতভাবে নেতারা – ব্রাঞ্চের পুরাতন ও বেশি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কমরেডরা নতুন নতুন ক্যাডারদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন। প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তোলা, তার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করা, ভালো সংগঠকে পরিণত করার জন্য নেতৃস্থানীয় কমরেডদের প্রয়াস চালাতে হবে। এ-ক্ষেত্রে মহিলা কমরেড ও সমাজের পশ্চাদপদ অংশের কমরেডদের উন্নত করার ওপর বেশি জোর দিতে হবে। ব্যক্তিগত সমষ্ঠিগত – সর্বপ্রকারে প্রতিটি ক্যাডারকে সাহায্য করতে হবে। আত্মশিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন, তাঁদের নিজে নিজে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা করাটাও পার্টির কাজ। যাঁরা লেখাপড়া কম জানেন, শিক্ষিত কমরেডদের তাঁদেরকে দরদ দিয়ে শেখাতে হবে। এঁদের শিখিয়ে-পড়িয়ে রাজনীতি সচেতন করে তুলতে পারলে পার্টির বিপ্লবী শক্তি, সংগ্রামী বাহিনীকে মজবুত করার কাজই করা হবে।

কোনো কোনো কমরেড নিজেকে অসহায়, অক্ষম মনে করেন। তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।

প্রত্যেক কমরেডকে কথা বলতে, বক্তৃতা দিতে শেখাতে হবে। জড়সড় ভাব কাটিয়ে স্পষ্টভাবে রাজনীতির কথা বলতে শিখতে হবে সকলকে।

প্রত্যেক সদস্য তাঁর আশপাশের এ জি এম এবং দরদীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন। কাজ করিয়ে নেওয়া এবং বিভিন্ন কাজ বণ্টন করে দিয়ে সেগুলিকে গুটিয়ে নিয়ে আসার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাছাড়া ভালো সংগঠক হওয়া

যায় না। ছোটখাটো খুঁটিনাটি কাজ করতেই সময় ফুরিয়ে যায়, রাজনীতি করার আর সময় থাকে না। এ অবস্থার অবসান করতে হবে। রাজনীতি ছাড়া, বিপ্লবের চিন্তা ছাড়া আমরা কি করে এক-একজন কমিউনিস্ট হতে পারি? রাজনীতি যত বেশি আলোচনা করা যাবে, ততই কমরেডরা প্রয়োজনে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, উচ্চতর কমিটির কাছে পদে পদে দৌড়ে যেতে হবে না।

কাজ বণ্টনের অধ্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা দরকার। পার্টির কোনো কাজই ছোট নয়। কমরেড স্তালিন একবার বলেছিলেন – সবরকম কাজের জন্য প্রত্যেক কমিউনিস্টকে তৈরি থাকতে হবে। একটা ইঞ্জিন চালাতে হলে তার সমস্ত বড় অংশ ও ছোট অংশের মূল্য সমান। একটা ইঞ্জিনে বয়লারের যা গুরুত্ব, একটা ছোট্ট স্ক্রুরও সেই একই গুরুত্ব। সব মিলেই বিপ্লবের ইঞ্জিনটা চলবে।

ঘর ঝাড়ু দেওয়া, চা করা, ঝণ্ডা কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়া, গণঅর্থ সংগ্রহ, স্লোগান দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে কোনো কোনো কমরেডের সংকোচ দেখা যায়। এটা কমিউনিস্ট জনোচিত মনোভাব নয়। এই মনোভাব পার্টিকে ক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়, বৃদ্ধির দিকে, শক্তি সঞ্চয়ের দিকে নয়। আমাদের সকলকেই বলশেভিক উদ্যম নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা কমিউনিস্ট – এর অর্থ হলো, দেশপ্রেম, শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিচেতনা, মানবপ্রেম ও সাম্যবাদের মহান লক্ষ্যে ও আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ। বিপ্লব সমাধা করার জন্য আমরা সব কাজই করতে সক্ষম।

কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে স্লোগান হবে – যে কমরেড যে কাজ ভালো করে করতে পারেন তাঁকে সেই কাজ দাও, একজনকে অনেক কাজ দিও না, কাজের হিসাব নাও। সবাই মিলে কাজ করলে সমষ্টিগতভাবে কাজের পরিমাণও বেশি হবে, কাজের গুণগতমানও বৃদ্ধি পাবে। কাজ বণ্টনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারিকে সমস্ত বিষয়ে ও সমস্ত ক্যাডারের যোগ্যতা ভালো করে বিচার করতে হবে। একা না পারলে আরও দু-তিনজনের সঙ্গে পরামর্শ করে জব-বণ্টনের চার্ট প্রস্তুত করতে হবে।

## ব্রাঞ্চের অবশ্য করণীয় কাজ

১। সমগ্র কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) জনগণের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নেতা, বিপ্লব-সমাধার নেতা। প্রতিটি কমিটি, প্রতিটি ব্রাঞ্চ, প্রতিটি সভ্য নিজেকে

এই নেতৃত্বের অংশ হিসাবেই ভাবতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের মতামত, অভিমত মন্তব্য বিচারের পরই উচ্চস্তরের কমিটি রাজনৈতিক লাইন স্থির করেছে। কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রত্যেকের, প্রত্যেক কমিটির ও ইউনিটের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নে মতামত দেবার অধিকার আছে, সুযোগ আছে। সেই সুযোগ ব্যবহার করতে হয়। পার্টির গঠনতন্ত্রে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। এই আলোচনার পর উচ্চতম ও উচ্চতর কমিটিগুলি যখন কোনো রাজনৈতিক লাইন ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তা প্রতিটি কমিটিকে, ব্রাঞ্চকে ও সভ্যকে মানতেই হবে। একেই বলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ। এই নিয়ম মানলে প্রত্যেকেই পার্টি নেতৃত্বের অঙ্গ ও অংশ হিসাবে নিজেকে ভাবতে শিখবেন। পার্টির রাজনীতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত আমার রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গেলে আমিও স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনমতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবো। গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিকতার নীতিকে যান্ত্রিকভাবে না দেখে কমিউনিস্ট দৃষ্টিতে দেখলে প্রতিটি ব্রাঞ্চ ও সদস্য নিজেকে যোগ্যতা ও অধিকার সম্পর্কে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। পার্টিকে বাঁচাবার জন্য চাই–পার্টির প্রতি আনুগত্য, পার্টি-শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলা। কিন্তু পার্টিকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাই – রাজনৈতিক উদ্যোগ ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা।

২। ব্রাঞ্চ কয়েকজন কমরেডের সমষ্টিমাত্র নয়। এটা শুধু কাঠামো। এর ভিতরের বস্তু হলো এর ফাংশান অর্থাৎ ধার্য কাজগুলো। পার্টি গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক কমিটি ও ব্রাঞ্চ প্রভৃতির কি কি কাজ তা পরিষ্কার করে দেওয়া আছে। সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেকের কর্মে উদ্যোগ ও উদ্যম বৃদ্ধি করতে হবে। ইনিশিয়েটিভের (উদ্যোগের) স্ফুরণ ঘটাতে হবে। তা হলেই সংগঠনগত বোধ আসবে কমরেডদের মধ্যে (অর্গানাজেশন সেন্স)। প্রত্যেককেই পার্টির গুরুত্ব বুঝতে হবে। তা হলে প্রত্যেকের কাজ করার সময় জব-সেন্স আসবে অর্থাৎ নিজ কাজের গুরুত্ববোধের পরিষ্কার হবে। একজন যদি নিজের কাজটি না করেন তা হলে সমগ্র পার্টিযন্ত্রে, বিপ্লবযন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেবে। সমস্ত কাজটাই ভেস্তে যাবে একজনের গাফিলতির জন্য। বলশেভিক কর্মবোধ থাকা চাই। আর চাই কাজের নৈপুণ্য। কাজটিকে নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে অর্থাৎ টেকনিকাল এফিসিয়েন্সি চাই। যে কাজটা করা হবে তা যেন খুব নিপুণভাবে ভালো করে করা হয়।

সংগঠনবোধ, কাজের গুরুত্ববোধ এবং কাজ করার কায়দায় নৈপুণ্য – এই তিনটি বিষয়ের ওপর নজর রাখলে সংগঠনের অগ্রগতি ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

(কাজের নৈপুণ্য সম্পর্কে কমরেড লেনিনের ও স্তালিনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রুশীয় বলশেভিক দৃঢ়তা ও আমেরিকার কর্মনৈপুণ্য – এই দুই এর মিলন চাই। নিপুণতা থাকলে ও দক্ষতা অর্জন করতে পারলে কম সময়ে পার্টির বেশি কাজ করা যায়। একটা কাজ করতে গিয়ে অর্থাৎ কাগজ বিক্রয় করতে গিয়ে একটু রাজনীতি চর্চা করলাম, আবার পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহও করলাম। একই সাথে বিভিন্ন কাজ অনায়াসে করার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে।

৩। ব্রাঞ্চের কাজ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়গুলি হলো : (ক) উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করতে হবে। (খ) পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের পক্ষে জনগণকে আকৃষ্ট করার বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন করতে হবে। (গ) কাজের মধ্যে, অভিযানের মধ্যে, যে সব জঙ্গী কর্মী সামনে এসে যাচ্ছেন তাঁদের এ জি'র (কর্মী দলের) সদস্য করতে হবে। তাঁদের নির্দিষ্ট তালিকা থাকবে। তাঁদের কাছ থেকেও নিয়মিত লেভি আদায় করতে হবে। (গ) ব্রাঞ্চের বিভিন্ন এলাকায় পার্টি পত্রিকা প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দিতে হবে, যাতে অসংখ্য নর-নারী, পার্টি-পত্রিকা পড়ার সুযোগ পান। (ঙ) সম্ভব হলে প্রতি এলাকার বা কারখানার শ্রমিকদের ও গ্রামের কৃষক-খেতমজুরদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পোস্টার টাঙিয়ে দিতে হবে। (চ) উচ্চতর কমিটির কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ব্রাঞ্চের মতামত পাঠিয়ে দিতে হবে।

৪। ব্রাঞ্চের বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁদের নিজেদের নেতা হিসাবে তৈরি হতে হবে। পার্টি -সাহিত্য ও পত্রিকা বিক্রয়, পার্টি তহবিল সংগ্রহ, শ্রমিক ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি, যুব-ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, পাড়ার ক্লাব-লাইব্রেরি, সাক্ষরতা সমিতি, নাগরিক কমিটি, বস্তি কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনের দায়িত্বে যে সব কমরেড থাকবেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন সদস্য এবং এ জি সদস্যকে নিয়ে এক একটি কর্মীদল গঠন করে নিয়মিত কাজের ব্যবস্থা করবেন। এক-একটা কাজের মধ্যে দিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন রাজনীতি আলোচনার পদ্ধতি যুক্ত হলে কমরেডরা প্রকৃতই নেতা হিসাবে জনগণের সামনে প্রতিভাত হবেন।

৫। নেতা হতে হলে তিনটি দিক থেকে উন্নতির জন্য প্রয়াস চালাতে হবে:

(ক) রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য নিয়মিত পার্টি-পত্রিকা পাঠ, সদ্য প্রকাশিত পার্টির পুস্তিকা অধ্যয়ন, সাধারণ কাগজপত্র পাঠ করে দেশের ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। যাঁরা পড়তে পারেন না তাঁদের একটু অক্ষরজ্ঞান দরকার – এ বিষয়ে নিজের উদ্যোগ থাকা দরকার, তা ছাড়া শিক্ষিত কমরেডদের এ সম্পর্কে দায়িত্ব নেওয়া উচিত, কারণ এ সর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ছাড়া রাজনৈতিক চেতনা বাড়তে পারে না। দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে এই কাজে যুক্ত করতে হবে – এ জন্য সময় বের করে নিতে হবে।

(খ) সাংগঠনিক ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে – কি পদ্ধতিতে স্থানীয় সংগঠনকে মজবুত করা যায় কিভাবে আরও নতুন নতুন কর্মী ও দরদীকে আকৃষ্ট করা যায়। বিভিন্ন মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কাজ সুসম্পন্ন করার দিকে নজর দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করা চলবে না। সুশৃঙ্খলভাবে নিজের জীবন ও পারিবারিক জীবনকে সংগঠিত করে নিয়মমতো সব কাজ করে যেতে হবে। নিজের জীবনকে ও জীবনধারাকে সংগঠিত করতে পারলে পার্টির সংগঠনকেও উন্নত করতে সাহায্য করা সম্ভব হবে। পার্টির সিদ্ধান্ত, সমষ্টিগত কাজ ও ব্রাঞ্চের শৃঙ্খলা – এইগুলি সম্পর্কে চিন্তার মাধ্যমে নিজের মধ্যে সংগঠনবোধ (অর্গানাইজেশন সেন্স) উন্নত করতে হবে।

(গ) ব্যক্তিগত আচার-আচরণের মাধ্যমে জনগণের প্রিয় হতে হবে। জনগণকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে পারে – এমন ব্যবহার ও আচরণ যে কোনো কমিউনিস্টের হওয়া উচিত। চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। এজন্য নিজের মধ্যে বিশেষভাবে সংগ্রাম চালাতে হয়। দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোদন করে খাঁটি মানুষ ও কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, নিজের ও অন্যান্য কমরেডের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে

সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষা করতে না পারলে পার্টিরই ক্ষতি হবে – এ কথা মনে রাখা দরকার।

৬। পার্টি তহবিল সংগঠিত করতে হবে। এলাকার প্রতিটি মানুষের কাছে পার্টির অর্থের প্রয়োজনের কথা বোঝাতে হবে। কি কি কাজে টাকা খরচ হয়, তা সাধারণভাবে তাঁদের বোঝাতে হবে। শ্রমিকশ্রেণির পার্টি, গরিবের পার্টি হলেও এ পার্টির ভাণ্ডার অফুরন্ত কারণ শ্রমজীবী জনগণের সংখ্যা শোষকশ্রেণির জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেকে দশ টাকা বা পাঁচ টাকা করে দিলেও লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অর্থ সংগ্রহ সম্ভব। কেউ বেশি টাকা দিলে তা আলাদা বিষয় হিসাবে দেখতে হবে। কিন্তু এর জন্য সংগঠিত প্রয়াসের প্রয়োজন। প্রতি সপ্তাহে বা মাসের কয়েকটা দিন নির্দিষ্ট করে অর্থ সংগ্রহের কাজে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে যাওয়ার প্রোগ্রাম করতে হবে। এলাকার কোনো বাড়ি, কোনো মানুষ যেন এই অভিযানের বাইরে না থাকেন।

৭। জনগণের ভিতর কাজের উপর জোর দিতে হবে। জনগণের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সমস্যা সম্পর্কে কিভাবে আন্দোলন বা আলোড়ন সৃষ্টি করা যায়, তা স্থির করতে হবে। প্রয়োজন হলে উর্ধ্বতন কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

৮। পার্টি-সভ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষভাবে মেহনতকারী মানুষ, মহিলা, তফসিলি, আদিবাসী, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং কম বয়সী ছাত্র-যুবদের মধ্য থেকে পার্টি সদস্য সংগ্রহ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রাম ও বিভিন্ন প্রচার অভিযানের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন কর্মী বেরিয়ে আসছেন। তাঁদের এ জি'তে (কর্মী-দলে) সংগঠিত করতে হবে – শৃঙ্খলার মধ্যে এনে নিয়মিত কাজ দিতে হবে। পার্টি-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পার্টির কাগজপত্র বিশেষ করে, গণশক্তি, দেশহিতৈষী, হিন্দি স্বাধীনতা ও কিসান মজদুর পড়াতে হবে। তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতে হবে। বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মাথায় প্রবেশ করাতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে কাজের চেক-আপের পর এ জি সদস্য বাড়াতে হবে। আবার এ জি সদস্যদের মধ্যে পার্টি শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে রাজনীতি দিয়ে তাঁদের নতুন প্রার্থী সভ্যপদ দিতে হবে। এ কাজ প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে করে যেতে হবে।

৯। উপরিউক্ত সমস্ত কাজ সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। পরিকল্পনা ব্যতীত এত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে না। ব্রাঞ্চের মধ্যে পরিকল্পনা পেশ করতে হবে। সমষ্টিগত আলোচনা মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনাবিহীন এলোপাথাড়ি কাজের মধ্য দিয়ে কোনো ব্রাঞ্চেরই উন্নতি হবে না। প্রতি মাসে একটি ব্রাঞ্চ বৈঠকে আগামী মাসের কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সর্বভারতীয় স্তর থেকে, রাজ্যস্তর অথবা জেলাস্তর থেকে কোনো অভিযানের সিদ্ধান্ত হলে, কোনো লড়াই-সংগ্রামের সিদ্ধান্ত হলে ব্রাঞ্চের পরিকল্পনার সব কিছুকে বাতিল করা চলবে না। দৈনন্দিন লাগাতার কাজের ধারা অব্যাহত গতিতে চালাতে হবে। তারই মাঝে আন্দোলন, সংগ্রাম ও মিছিল-সমাবেশ এসে পড়বে। একদিন বা দু'দিন পরিকল্পিত কাজ বন্ধ থাকবে, কিন্তু তারই মাঝে পরে সে কাজগুলি অতিরিক্ত কর্মী দিয়ে সম্পন্ন করে নিতে হবে। আমি আজ আন্দোলনের জন্য অমুক কাজ করতে যাচ্ছি, আমার নিয়মিত কাজটা আপনাকে করে দিতে হবে – এ কথা বলতে হবে আর একজন দরদী, প্রার্থী সভ্য বা এ জি সদস্যকে। খুবই কঠিন ব্যাপার – তথাপি এটাই কমিউনিস্ট পার্টির পদ্ধতি। লাগাতার দৈনন্দিন কাজ বন্ধ রাখলে আন্দোলন-অভিযান-লড়াইয়ের মধ্যে থেকে যে ফসল উঠবে, তাকে পার্টি ও বিপ্লবের কাজে সুসংহত করা যাবে না, দুটোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা খুব ভাল করে বুঝতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো – অ্যাজিটেশন ও প্রপাগান্ডাকে যুক্ত করে পরিকল্পনামতো লাগাতার কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ব্রাঞ্চকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে জনগণের বিভিন্ন অংশের, স্তরের গণসংগঠন গড়ে উঠবে। সেই সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে দৈনন্দিন সংযোগ স্থাপন করে তাঁদের রাজনীতি দিতে হবে। পার্টিকে সুসংহত করে বিপ্লবী গণলাইন যথাযথভাবে কার্যকরীভাবে রূপায়িত করতে হবে।

আরো কয়েকটি আন্দোলনের ব্যাপারে শাখা সম্পাদকদের সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলে ভালো হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের কাজ, শিশু-কিশোরদের মধ্যে সুস্থ চেতনা গড়ে তোলার কাজ, সাক্ষরতা প্রসারের কাজ, প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম– এইগুলির প্রতি কমিউনিস্টদের সহযোগিতার মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

## ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারির কাজ

পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারিরা। এলাকায় এলাকায় জনগণের মধ্যে সমগ্র পার্টিকে অর্থাৎ ব্রাঞ্চ, এ জি এবং দরদী গোষ্ঠীকে তাঁরাই পরিচালনা করেন। ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারিকে ব্রাঞ্চের কয়েকজন উদীয়মান নেতার সাহায্যে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে।

ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারিকে প্রতিদিনের কাগজ পড়তে হবে। প্রতিদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে হবে। রাজনীতি ছাড়া তিনি এক পাও এগোতে পারবেন না। এটা সব সময় যেন মাথায় থাকে।

ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারিবে কতগুলি কাজ নিয়মমাফিক করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো গাফিলতি চলবে না।

১। সব এলাকায় নিয়মিত ব্রাঞ্চের মিটিং ডাকতেই হবে। তবে শহর শিল্পাঞ্চল, গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রয়োজনে পাক্ষিক বৈঠক করতে হতে পারে। সকল সদস্য যাতে মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

২। কাজ-বণ্টনের খসড়া নিজে আগে প্রস্তুত করে মিটিং-এ পেশ করতে হবে। আলোচনার পর তা সংশোধিত (যদি হয়) আকারে গ্রহণ করতে হবে। কবে চেক-আপ হবে তা আগেই ঠিক করে ফেলতে হবে। পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ও সময় স্থির করতে হবে।

৩। ব্রাঞ্চ অফিসে (যেখানে আছে) গণশক্তি, দেশহিতৈষী, (হিন্দি-উর্দুভাষী অধ্যুষিত এলাকা হলে – হিন্দি উর্দু কাগজ) প্রভৃতি কাগজের ফাইল রাখতে হবে। একজন এ জি সদস্যকে এই দায়িত্ব দেওয়া যায়। যেখানে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় মুখপত্র ''পিপলস ডেমোক্র্যাসি''-ও রাখতে হবে। পার্টি পুস্তিকা, মার্কসবাদী পথ, নন্দন, এবং গণসংগঠনের পত্র-পত্রিকা (শ্রমিক আন্দোলন, একসাথে, কৃষক আন্দোলন, যুবশক্তি, ছাত্র সংগ্রাম, গণনাট্য প্রভৃতি) ও পুস্তকের জন্য একটি ছোট্ট ব্রাঞ্চ লাইব্রেরি গঠন করতে হবে। এসব কাজ একজন এ জি সদস্য বা দরদীও করতে পারেন। এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পার্টিকে নতুন মোড় ফেরাতে হলে এ কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

৪। ব্রাঞ্চ সভার রিপোর্ট, কমরেডদের কাজের চেক-আপ রিপোর্ট, অগ্রগতির রিপোর্ট ব্রাঞ্চ সম্পাদক তার ঊর্ধ্বতন কমিটির দপ্তরে নিয়মিত পাঠাবেন,

৫। ব্রাঞ্চের এলাকার প্রত্যেক সদস্য, এ জি সদস্য ও দরদীদের প্রত্যেককে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ দিতে হবে। ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারিকে দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে – সবাই কাজ পেলেন কি না। সকলকেই বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার ও আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৬। সমস্ত গণসংগঠন পৃথক পৃথকভাবে চালান হচ্ছে কিনা, তা দেখতে হবে। এ বিষয়ে অন্যান্য ব্রাঞ্চের সঙ্গে একযোগে কাজের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে উচ্চতর কমিটির সাহায্য নিয়ে এলাকার ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক খেতমজুর সমিতি, মহিলা সমিতি, ছাত্র-যুব সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাগরিক কমিটি, সাক্ষরতা সমিতি, বস্তি কমিটি প্রভৃতি সংগঠনে এই ব্রাঞ্চের কে কে দায়িত্বে থাকবেন, তা ঠিক করতে হবে, লোকাল কমিটির সাহায্যে দু-তিনটি ব্রাঞ্চের মধ্যে গণসংগঠনের কাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে। দু-তিনটি ব্রাঞ্চ এলাকা মিলে গণসংগঠনগুলির প্রাথমিক কমিটি কাজ করে, তাই এইভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

সকলের উদ্যোগে ও উদ্যমে কাজ চলতে থাকলে এতো কাজ ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারি বেশ সুশৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন করিয়ে নিতে পারবেন। সমষ্টিগর কর্মতৎপরতার মধ্যে পার্টি কমরেডরা কাজে আনন্দ পাবেন।

## উপসংহার

আমাদের পার্টির সকল সদস্যকেই সভ্যপদের শপথ বাক্যে স্বাক্ষর করতে হয়েছে। যে শপথে উল্লেখ করা ছিল : ''আমি পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করছি এবং পার্টির গঠনতন্ত্র মেনে চলতে ও পার্টির সমস্ত সিদ্ধান্ত বিশ্বস্তভাবে কাজে পরিণত করতে সম্মত আছি। আমি সাম্যবাদের আদর্শোপযোগী জীবন যাপনের চেষ্টা করবো এবং সর্বদা পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে নি:স্বার্থভাবে শ্রমিকশ্রেণি, মেহনতী জনগণ ও দেশের সেবা করে যাব।''

শপথবাক্যের কথাগুলি আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করবো এবং তদনুযায়ী পার্টি সদস্য হিসাবে পার্টির আহ্বানে পার্টির দৈনন্দিন কাজ রূপায়িত করলে ও আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলে পার্টির বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা বিরাজ করতে পারতো না। রাজনৈতিক-মতাদর্শগত দিক থেকে পার্টি সদস্য

ও নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মীদের মান উন্নয়ন ঘটাতে পারলে পার্টিকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়তার বর্তমান অনুপাত তৈরি হতে পারতো না। একইভাবে সাধারণ পার্টি সদস্যদের ও ব্রাঞ্চ সম্পাদকদের বর্তমান দুঃখজনক রাজনৈতিক সাংগঠনিক পরিস্থিতির মানের জন্য রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটিগুলি এবং অসংখ্য মধ্যবর্তী কমিটি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই, রাজ্য প্লেনাম নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রাথমিক ইউনিট ব্রাঞ্চ থেকে শুরু সর্বস্তরের কমিটিগুলি পার্টির সামগ্রিক কাজের পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতিটি ব্রাঞ্চকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা করে এলাকার জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের জীবন্ত সমস্যা ও এলাকার আশু আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। অবশ্যই প্রতিটি পার্টি সদস্যকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে জনগণের স্বার্থে নি:স্বার্থভাবে শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতকারী জনগণের অনুকূলে প্রাত্যহিক কমিউনিস্ট কার্যকলাপ পরিচালনা করতে হবে। সর্বস্তরের পার্টি নেতা ও কর্মীদের জনস্বার্থে নিজস্ব পার্টির স্বাধীন কর্মসূচী এবং বামপন্থী শক্তির যৌথ কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত থাকতে হবে ও সাফল্য অর্জন করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আবার এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ব্রাঞ্চ সম্পাদকসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের যত্নসহকারে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজ পরিচালনায় যেহেতু ব্রাঞ্চ বা শাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে—তাই, ব্রাঞ্চ সম্পাদকদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও তদারকি একান্ত জরুরী। এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে অবশ্যই ব্রাঞ্চের পরে মধ্যবর্তী কমিটি, জেলা কমিটি ও রাজ্য কমিটিকে সবিশেষ যত্নবান হতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন স্তরের কমিটির কাজের সঙ্গে প্রাথমিক ইউনিটের কাজের পর্যালোচনার ব্যবস্থা চালু রাখার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজের ধারার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।